কারও ভান করা দেখে ধোঁকা খেও না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা
মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"ফালা তাঘুররান্নাকুম আল-হায়াত আদ-দুনিয়া, ওয়া লা ইয়াঘুররান্নাকুম বিল্লাহিল ঘুরুর।" (সুরাহ ফাতিরঃ৫; সুরাহ লুকমানঃ৩৩) "এই পৃথিবীর জীবন দ্বারা প্রতারিত হয়ো না", বলা হয়েছে এই পবিত্র আয়াতে। বেশীর ভাগ মানুষই লোক-দেখানোতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু ঠিক যেমন মাছি আবর্জনা দেখে ধোঁকায় পড়ে তেমনি মানুষেরাও লোক-দেখাতে গিয়ে ধোঁকায় পড়ে, তাদের লোকসান হয় এবং তারা পথ হারায়। অতএব, অসার গর্বের কোন মূল্য নেই যদিওবা লোকেরা বহু লোক-দেখানো কাজ করে থাকে।

ভন্ড লোকেরাও বেশীর ভাগ সময়ই একাজ করে থাকে। তারা নিজেদের খুব ধনী হিসাবে দেখাতে যায়, তারপর ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে যায়। মানুষেরা বলে, "কিন্তু তার এরকম গাড়ী ছিল, এরকম সম্পত্তি ছিল। সবই ছিল জালিয়াতি!" সেগুলো সে ভাড়া করেছিল অথবা ধার করেছিল শুধু লোক-দেখানোর জন্য এবং মানুষকে বোকা বানাচ্ছিল তার অনেক কিছু আছে দেখিয়ে। পার্থিব বিষয়ে তেমন কিছু যায় আসে না, মানুষেরা কিছু টাকাপয়সা হারাতেই পারে। তারা দুঃখ পেতে বা রাগ করতে পারে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মানুষেরা যেন তাদের আখিরাত হাতছাড়া না করে এই দুনিয়ার জন্য বা লোক-দেখানোর কারণে।

বল আমাকে ব্যাপারটা কি। লোকেরা প্রতারকদের পিছনে ঘুরে কারণ বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত শ্রেণী সেরকমই করতে বলে। তারাও এমনিতেই বিপথগামী, তারা কি করছে তা নিজেরাই জানে না এবং তারা শয়তানের সৈন্যে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্‌র (জাল্লা জালালুহু) সৈন্য না হয়ে তারা

শয়তানের

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

অনুসারী হয়েছে। তারা পৃথিবীতে হেনস্থা হবে এবং আখিরাতে ভোগান্তি পোহাবে।

"প্রতারিত হয়ো না!" বলেন আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা), "যারা সঠিক পথে নেই তাদের দ্বারা যেন কক্ষনো প্রতারিত না হও।" তিনি সাবধান করছেন কিন্তু তবুও মানুষেরা বোকা হচ্ছে। এসব বড়াই করা লোকদের দ্বারা বোকা বনো না। তারা সাদাকে কালো আর ঠিককে ভূল হিসেবে দেখায় এবং ভালো কাজের নির্দেশ না দিয়ে তারা খারাপ কাজে উৎসাহিত করে আর ভালো কাজ করতে নিষেধ করে। এসব লোকদের অনুসরণ কোরোনা এবং এদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের খারাপ ঘুরিয়ে তাদের উপরই ফেলুন। তাদের ভাগ্যে যদি হিদায়াত থাকে তবে তারা যেন সেই হিদায়াত লাভ করে। তারা যদি হিদায়াত না পায় তবে তাদের ভাগ্যে আছে কষ্ট।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের সন্তানদের নিরাপদ রাখুন, কারণ কমবয়সীরাই বেশী ভূল করছে। এমনকি যাদের বয়স কম নয় তারাও প্রতারিত হচ্ছে সেসব লোকদের দ্বারা, কিন্তু বেশীর ভাগ কমবয়সীরাই প্রতারিত হচ্ছে। এরা অহংকার করে, লোক-দেখানো কাজ করে এবং নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত বলে, এবং এরাই সবচেয়ে বেশি ধোঁকা খায়। তারপর যখন তাদের বয়স বাড়ে, তাদের অনেকেই অতীতের কাজের জন্য আফসোস করে, আর অনেকে পিছলে হারিয়ে যায় জীবন থেকে।

পরিবারের লোকেরা তাদের ছেলে এবং মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে এবং তাদেরকে আগুনের ঠিক মাঝখানে ফেলে দিচ্ছে। পরে তারা বলে, "এই হয়েছে সেই হয়েছে, সন্তানেরা আমাদের দেখাশোনা করে না, আমাদের কোনকিছুতে সম্মতি দেয় না।" তাতো দিবেই না। তোমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ। প্রথমে বাসায় বাচ্চাদের নিজে প্রশিক্ষণ দেবে, পরে অন্যদের দিয়ে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াবে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) উম্মাতি মুহাম্মাদকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। এটা ফিতনার সময়। তিনি যেন সত্যিই আমাদের নিরাপদ রাখেন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১১ জানুয়ারী ২০১৫ / ১ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।